গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
এ/২, সেকশন-১৪, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬
ফ্যাক্সঃ ৮০৩৫০৫৩, ই-মেইলঃ jpuf38@yahoo.com

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা

ভূমিকা ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% লোক প্রতিবন্ধী। সে হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় দেড় কোটি লোক প্রতিবন্ধী। কিন্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুসারে এ সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ। প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুসংস্কার, জনগণের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের অভাব, আর্থিক অনটন, অব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মত চিন্তা চেতনার অধিকারী হলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও বিদ্যমান সামাজিক অব্যবস্থার কারণে তারা সমাজে অবদান রাখার সুযোগ পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একজন গরীব অন্ধ ব্যক্তিকে একটি সামান্য সাদা ছড়ি, পঙ্গু ব্যক্তিকে সামান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ, শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে হিয়ারিং সংক্রান্ত সহায়ক উপকরণ বা থেরাপি সেবা প্রদান করা হলে সে খুব সহজেই অন্যদের মত সমাজে চলাচল করতে পারে এবং উপযোগী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে সক্ষম হন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজ নিবিড়ভাবে সম্পাদনসহ তাদের সেবায় যথার্থ শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে এবং এ সময়কালে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। এ ছাড়া গত ৩ মে ২০০৮ তারিখ থেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (UNCRPD) কার্যকর হয়েছে। এ অধিকার সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা করতে অঙ্গিকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের প্রায় দেড় কোটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন আশা করা অবান্তর। অধিকন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ ও ২৯ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণ ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইসতেহারেও প্রতিবন্ধীদের সমস্যা এবং সমাধানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে তথা তাদের জন্য স্বাভাবিকভাবে চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজের মূল স্রোতধারায় তাদের অঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন এর মাধ্যমে গরীব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ সরবরাহের প্রকল্প হাতে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষ করে গরীব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের অন্যদের মত অনেকটা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারবে এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তারা নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে পর্যায়ক্রমে সকল জেলা ও উপজেলায় এরূপ সাহায্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে একদিকে যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে, অন্যদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

০২। প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ঃ

এ কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে-বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ। -

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব (কর্ম-২)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

১. বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীদের বিনা মূল্যে থেরাপি চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।
২. প্রতিবন্ধীদের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান।
৩. বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিনা মূল্যে চলাচল সহায়ক উপকরণ (artificial limb, wheelchair, standing frame, crutch, hearing aid, white cane, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য চশমা) বিতরণ ও মেরামত।
৪. প্রতিবন্ধীদের জন্য লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বইয়ের ব্যবস্থা করা ।
৫. প্রতিবন্ধীদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান।
৭. কাউন্সেলিং।

০৪। কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

০৫। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের উৎস ব্যয় ঃ সরকার কর্তৃক অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থ।

০৬। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষন, উন্নয়ন ও কল্যাণার্থে যাবতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিধায় এ কর্মসূচি উক্ত সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে ।

০৭। কর্মসূচির পরিধি ও বাস্তবায়ন কাঠামো ঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ ও অধিকার সুরক্ষায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে থেরাপি সেবা, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা প্রদান করা হবে। কেন্দ্রের এসেসমেন্ট এর ভিত্তিতে এবং বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ (Assistive device) বিতরণ করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ মেরামত করা যাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রের লাইব্রেরি এবং ইন্টারনেট এর সেবা গ্রহণ করতে পারবে। কর্মসূচি সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টিয়ারিং কমিটি, ফাউণ্ডেশন পর্যায়ে কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সচিব এর নেতৃত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

০৮। সহায়ক উপকরণ ও থেরাপী সেবা প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাছাই ঃ

জেলা সদরে অবস্থিত কেন্দ্রের ক্ষেত্রে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং উপজেলা সদরে অবস্থিত কেন্দ্রের ক্ষেত্রে উপজেলা স্টিয়ারিং কমিটি'র অনুমোদনক্রমে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা সহায়ক উপকরণের চাহিদা নির্ধারণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করবে। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন এর যৌক্তিক বিবেচনায়ও এরূপ সহায়ক উপকরণ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে। সহায়ক উপকরণের স্থিতি ও বিতরণের মাস্টার রোল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হবে।

০৯। (ক) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ঃ

১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ঃ	সভাপতি
২.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৩.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৫.	আই.এম.ই.ডি-এর একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৬.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৭.	সভাপতি, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম	ঃ	সদস্য
৮.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৯.	উপ-প্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
১০.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন (প্রকল্প পরিচালক)	ঃ	সদস্য সচিব

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব (কর্ম-২)

(খ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নীতি নির্ধারণ
২. সমন্বয় সাধন, পরামর্শ প্রদান, পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ এবং মূল্যায়ন
৩. কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩ (তিন) সভায় মিলিত হবে।

১০। (ক) কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন	ঃ	সভাপতি
২.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৩.	পরিকল্পনা কমিশনের একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৪.	আই.ইম.ই.ডি-এর একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৫.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৬.	সভাপতি, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম	ঃ	সদস্য
৭.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৮.	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন	ঃ	সদস্য সচিব

(খ) কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধি ঃ

কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জেলার চাহিদার ভিত্তিতে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ, সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন, মনিটরিং ও মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচির যাবতীয় কাজ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত জেলা স্টিয়ারিং কমিটি ও উপজেলা স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রম তদারকী ও মূল্যায়ন। কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি বছরে কমপক্ষে ৪ (চার)টি সভায় মিলিত হবেন ।

১১। (ক) জেলা স্টিয়ারিং কমিটি ঃ

১.	জেলা প্রশাসক	ঃ	সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন	ঃ	সদস্য
৩.	জেলা তথ্য অফিসার	ঃ	সদস্য
৪.	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি নিয়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ২ জন	ঃ	সদস্য
৫.	পরিসংখ্যান অফিসার সংশ্লিষ্ট উপজেলা	ঃ	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	ঃ	সদস্য
৭.	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	ঃ	সদস্য সচিব

(খ) জেলা স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১. জেলা স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিবন্ধীদের পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে।
২. জেলা স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের বিষয়ে জেলায় প্রচারের ব্যবস্থা করবে।
৩. জেলা স্টিয়ারিং কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।
৪. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবে।
৫. কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

১২। (ক) উপজেলা স্টিয়ারিং কমিটি ঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	ঃ	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	ঃ	সদস্য
৩.	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এর সম্মতি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ২ জন (১ জন মহিলা ও ১ জন প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট এনজিও সংগঠনের প্রতিনিধি)	ঃ	সদস্য
৪.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	ঃ	সদস্য
৫.	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
৬.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য সচিব

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব (কর্ম-২)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(খ) উপজেলা স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১. জেলা স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।
২. উপজেলায় কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থা করবে।
৩. সহায়ক উপকরণ প্রদান করার জন্য প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান ।
৪. উপজেলা স্টিয়ারিং কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হবে।

১৩। ওয়ান স্টপ সার্ভিস ঃ

প্রতিটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি অনুসন্ধান ও তথ্য ডেস্ক থাকবে। কেন্দ্রে আগত সেবা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির নাম ও তথ্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সেখান থেকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কক্ষে রোগী/সেবা গ্রহণেচ্ছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। দ্বিতীয়বার গেলে উক্ত তথ্য কেন্দ্রেই সকল তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হবে।

১৪। মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

পিপিএ -২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসারে সকল মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত ক্রয় কমিটি দ্বারা ক্রয় করা হবে।

(ক) আসবাবপত্র ও কম্পিউটার ঃ

কেন্দ্রীয় ইউনিটসহ সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় করা হবে। ক্রয়কৃত মালামাল/কম্পিউটার কেন্দ্রে সরবরাহ করা হবে।

(খ) ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি এবং স্পিচ ও লেঙ্গুয়েজ থেরাপি ইউনিটের জন্য মালামাল/যন্ত্রপাতি ঃ সেবা কেন্দ্রের ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি এবং স্পিচ ও লেঙ্গুয়েজ থেরাপি ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল/যন্ত্রপাতি কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত কমিটি পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় করে কেন্দ্রসমূহ বিতরণ করবে।

(গ) প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক উপকরণ ও লাইব্রেরীর জন্য বইপত্রসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয় ঃ

প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক উপকরণ ও লাইব্রেরীর জন্য বই পত্রসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয়ের জন্য থোক বরাদ্দ থাকবে। ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গঠিত ক্রয় কমিটি পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সহায়ক উপকরণসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয় করে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা সহায়ক উপকরণসমূহ জেলা ও উপজেলা স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের চাহিদা মোতাবেক বিতরণের ব্যবস্থা করবে।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা সহায়ক উপকরণ বিতরনের জন্য এক বা একাধিক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে।

১৫। অর্থ ছাড় ঃ

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর সরকারি বিধি-বিধান অনুসরন করে ছাড় করা হবে।

১৬। ব্যয় ঃ

কর্মসূচির বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, অর্থ বিভাগের অনুমোদিত বিভাজন মোতাবেক ব্যয় করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে এক খাতের বরাদ্দ /উদ্বৃত্ত অপর খাতে সমন্বয় করা যাবে। বিষয়টি পরবর্তীতে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

১৭। অডিট ঃ

পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক নির্বাচিত যে কোন বেসরকারি অডিট ফার্ম অথবা সি এন্ড এ, জি- এর মনোনীত নিরীক্ষা অধিদপ্তর দ্বারা কর্মসূচির মূল্যায়ন ও হিসাব অডিট করতে হবে।

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব (কর্ম-২)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮। প্রচার ও তথ্য সংরক্ষণ ঃ

(ক) প্রচার ঃ

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রেডিও, টেলিভিশন, গণমাধ্যম, অফিসিয়াল সার্কুলার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারসহ স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে সম্পৃক্ত করা হবে, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কার্যক্রম সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ পেতে পারেন। এ জন্য কেন্দ্রীয় ইউনিটে থোক বরাদ্দ রাখা হবে।

(খ) তথ্য সংরক্ষণ ঃ

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। প্রতিবন্ধিত্বের মাত্রা অনুসারে অর্থাৎ মৃদু, মাঝারি ও চরম এ ৩ টি বিষয় বিবেচনা করে ৩টি তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং জরিপ সংক্রান্ত তথ্য জেলা স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। কর্মসূচির আওতায় নিয়োগকৃত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা এ তথ্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনে প্রেরণ করবে। তাছাড়া কেন্দ্রে একটি রেজিষ্টারে জরিপ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হবে এবং কেন্দ্রের কম্পিউটারে সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকবে।

১৯। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এর জন্য জনবল নিয়োগ ঃ

মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী/কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ/সমাজতত্ত্ব/সমাজকর্ম ও কারিগরি ডিসিপ্লিনের এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে চাকুরীর বয়সসীমা শিথিল করা যাবে। এ সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান নিয়ম কানুন অনুসরন করা হবে ।

২০। সেবা গ্রহণকারীদের তথ্য সংরক্ষণ ঃ

কেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্র থেকে প্রতিবন্ধীদের যে সকল থেরাপী সেবা প্রদান করা হবে সে সকল প্রতিবন্ধীদের নাম, ঠিকানা, বয়স, অসুস্থতার ধরণ ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন এবং সময় সময় বা কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুসারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে সরবরাহ করবেন।

২১। ইন্টারনেট সুবিধা ঃ

প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও অপরাপর সুবিধা বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হবে।

২২। কর্মসূচির অবসায়ন ঃ

কর্মসূচি অবসায়নের পর কর্মসূচির সকল স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

২৩। নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধন ঃ

কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালার অনুমোদন ও সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন এর ক্ষমতা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকবে।

সির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব (কর্ম-২)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার